দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 JAN 2012
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৫ ...

শিশুর কাঁধে বইয়ের বোঝা

■ নিজামুল হক

রাজধানীর মিরপুরের একটি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী সুজন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) নিয়ম অনুযায়ী তার বাংলা, গণিত এবং ইংরেজি এই তিনটি বই থাকার কথা; কিন্তু সুজনকে বহন করতে হচ্ছে ১২টি বই। স্কুল ব্যাগে থাকে আরো ৮টি খাতা, টিফিন বক্স। ব্যাগের ওজন সব মিলিয়ে ৮ কেজি বা তার বেশি। সুজনের অভিভাবক নজরুল ইসলাম বলেন, স্কুল থেকে দেয়া তালিকা অনুযায়ী বই কিনতে আমরা বাধ্য। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বাইরের বেশি বই পড়ানোর বিপক্ষে তিনি। রাজধানীর মালিবাগের একটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে মূল পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি আরো ৬টি বই ক্রয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এইর মধ্যে ভারতের একটি বইও রয়েছে। অথচ এনসিটিবি ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য ৬টি বই নির্ধারণ করেছে। এই ছয়টি বইয়ের ওপরই পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা হয়। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন হয় বোর্ড নির্ধারিত বইয়ের আলোকেই। অভিভাবকদের প্রশ্ন, তাহলে এই অতিরিক্ত বই কেন?

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের একটি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে বোর্ড নির্ধারিত বইয়ের পাশাপাশি বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজি গ্রামার, ধর্ম ও সমাজ/বিজ্ঞান বইও পড়ানো হচ্ছে। এভাবে প্রতিটি শ্রেণীতে বোর্ড অননুমোদিত বই পাঠ্য করা হচ্ছে। বোর্ড নির্ধারিত বই তিনটি হলেও কেন অতিরিক্ত বই পাঠ্য করা হয়েছে জনতে চাইলে প্রতিষ্ঠানের প্রধান বলেন, আশপাশের স্কুলেও বোর্ড অননুমোদিত বই পড়ানো হচ্ছে। ধর্ম ও ব্যাকরণ বই না পড়ালে অভিভাবকরা প্রশ্ন তোলেন। এ কারণে অতিরিক্ত বই পাঠ্য করেছি। কিন্ডারগার্টেনগুলোতে আরো বেশি বই পড়ানো হয়।

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

- স্কুলের চাপিয়ে দেয়া বই পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের
- বাইরের বই পাঠ্য করলে কঠোর ব্যবস্থা : এনসিটিবি

শিশুর কাঁধে বইয়ের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শিশুদের বইয়ের পাল্লা ভারি করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে রাজধানীর অলিগলির কিন্ডার গার্টেনগুলো। এসব স্কুলে অখ্যাত লেখকের ভুল বানান ও ধারণার বই পড়ানো হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার যোগসাজোশে লেখকরা দামি বই পাঠ্য করান। তারা বেন বড় অংকের কমিশন।

শুধু কিন্ডার গার্টেন নয়, রাজধানীসহ দেশের প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই বোর্ড নির্ধারিত বইয়ের তালিকার বাইরে বই পাঠ্য করা হয়। এ ক্ষেত্রে কঠোর বিধিমালা থাকলেও তা আমলে নেয়নি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। গত শিক্ষাবর্ষে বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার বই পাঠ্য করার ক্ষেত্রে লিখিত তালিকা দেয়া হলেও এবার মৌলিকভাবে নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। তবে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে এখনো তালিকা দেয়া হয়নি। রাজধানীর মিরপুরের একটি স্কুলের এক অভিভাবক জানান, এখনো বইয়ের তালিকা দেয়া হয়নি। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, এ তালিকা অল্প কিছুদিন পরেই দেয়া হবে।

অভিভাবকদের বক্তব্য : অভিভাবকরা স্বীকার করেছেন, ৩টি কক্ষের অভিভাবক আছেন যারা অতিরিক্ত বই পাঠ্য করার পক্ষে; কিন্তু সিংহভাগ অভিভাবকই বোর্ড নির্ধারিত বইয়ের পক্ষে। রাজধানীর একটি স্কুলের অভিভাবক বেলায়েত হোসেন বলেন, শিশুদের বাড়তি বই দেয়া হচ্ছে বেশি জানার জন্য নয়, ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হবার জন্য। স্কুল কর্তৃপক্ষ অখ্যাত লেখকের বই পাঠ্য করে। অভিভাক জিনাতুন বলেন, অতিরিক্ত বই পাঠ্য করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে দুর্বল করা হচ্ছে। সর্বদা চাপের মুখে রাখছে। আমরা এটা মেনে নিতে পারি না। বইয়ের বোঝা তুলে দেয়া হচ্ছে শিশুদের কাঁধে। আরেক অভিভাবক আমিরুল ইসলাম বলেন, বেশি বই পাঠ্য করলে স্কুলের যান বাড়ে এমন ধারণায় অনেক প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত বই পাঠ্য করে।

বোর্ড নির্ধারিত বইয়ের বাইরে বই পাঠ্য করলে কঠোর ব্যবস্থা : এনসিটিবি নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ২০১২ শিক্ষাবর্ষে বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজি গ্রামার এ্যান্ড কম্পোজিশন এবং ইংরেজি র‍্যাপিড রিডার বইয়ের তালিকা ও মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। বোর্ড বলছে, প্রাথমিক স্তরে বোর্ডের বইয়ের বাইরে কোনো সহায়ক বই নেই। বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বোর্ড প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকের নোট বা গাইড বই প্রকাশ বা বাজারজাত করা নিষিদ্ধ। অননুমোদিত বই কোনো প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত করলে বা মৌখিত নির্দেশে পাঠ্য করলে এনসিটিবির অর্ডিন্যান্স ও সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামাল উদ্দিন বলেন, কোন শ্রেণীতে কোন বই পাঠ্য করা হবে তা নির্ধারণের দায়িত্ব সরকারের, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নয়। এনসিটিবি নির্ধারিত বইয়ের বাইরে কোনো বই পাঠ্য করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।